17 AUG. 1989

43

শিক্ষাঙ্গনে

নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান

১৮০১ সালে একজন ইংরেজ কর্মকর্তা ডঃ হ্যামিলটন গিয়েছিলেন দক্ষিণ অঞ্চলীয় জেলা বাখরগঞ্জে। পায়ে হেঁটে তিনি অনেক গ্রাম পরিদর্শন করেছিলেন। ঐ সময় বাখরগঞ্জ জেলার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে নয় লাখ। স্কুল ছিল না একটিও। ১৮৮ বৎসর কেটে গেল। এখন পরিস্থিতি অনেকটা পরিবর্তিত। অনেক স্কুল-কলেজ সারা বাংলাদেশে। শিক্ষার হার তবু প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ। বিশ শতকের এই বিজ্ঞান বিভাসিত দিনে শিক্ষার এ হার যেমন লজ্জাকর তেমনি দুঃখজনক।

পৃথিবীর যে দেশে নিরক্ষরতার সংখ্যা বেশী তারা তা দূরীকরণে বেশ মনযোগী। তুরস্ক মাত্র ২০ বৎসরে শিক্ষার হার বাড়িয়েছে শতকরা ৬০ ভাগ। স্বাধীনতার পর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হলেও আজ অবধি তা আর হয়ে ওঠেনি। জাপানের শিক্ষার হার শতকরা ১০০ ভাগ। সে দেশে ছেলে-মেয়েরা স্কুলে না গেলে অভিভাবকদের কৈফিয়ত দিতে হয়।

বাংলাদেশেও অন্তত এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। অবশ্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে পরিবারগুলোকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ সুন্দর একটা ভূমিকা পালন করতে পারেন। ছুটির সময় এরা নিজ নিজ এলাকায় নিরক্ষরদের শিক্ষার জন্য দিনের একটা বিশেষ সময় ব্যয় করলে সমাজ সেবার সাথে সাথে দেশ সেবা হতো বৈকি।

নিরক্ষর মানুষ অন্ধের সামিল। সে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতারিত হয়। নিরক্ষরদের এই অনুভূতি তাকে অক্ষরজ্ঞান লাভ করতে উৎসাহিত করবে। শিক্ষার সনাতনী পদ্ধতি পরিবর্তন করে নতুন পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। যাতে করে স্বল্প শ্রমে একজন মানুষ অক্ষরজ্ঞান লাভে সমর্থ হতে পারে।

শিক্ষা মনের অন্ধকার দূর করে। শিক্ষা মানুষকে মানবতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। যে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন, সে দেশে কোন ধরনের দুর্নীতি, অরাজকতা বা বিশৃংখলা চলতে পারে না। আমাদের দেশের জনগণকে শিক্ষার আলোয় উদ্দীপ্ত করতে পারলে নতুন সমাজ গঠন সহজতর হবে— একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

—জাহাঙ্গীর রাজা